প্রথম আলো

20 NOV 2013
৫ ২

সরকারি আজিজুল হক কলেজ

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ ককটেল-অগ্নিসংযোগ

বগুড়া প্রতিনিধি ●

বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার দুই দফা সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ককটেল হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ উভয় পক্ষের ওপর লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এতে উভয় পক্ষের চারজন করে আটজন আহত হয়েছেন।

এ সময় ছাত্রদলের এক নেতার মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল অর্থনীতি বিভাগের দুজন সাধারণ ছাত্রের মধ্যে বিরোধ বাধে। একজনের পক্ষ নেন কলেজ ছাত্রলীগের নেতা আসলাম হোসেন। কলেজ ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুর রহমান সেখানে গিয়ে আসলামের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

পুলিশ জানায়, ওই ঘটনায় প্রথমে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। পুলিশ লাঠিপেটা করে উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ধাওয়া দিয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেন। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা কলেজের বেগম রোকেয়া হল-সংলগ্ন কামারগাড়ি রেলগেট এলাকায় অবস্থান নেন। খবর পেয়ে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাশরাফি হিরোর নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা ছাত্রদলকে ধাওয়া দিতে কামারগাড়ি এলাকায় গেলে পাল্টা ইটপাটকেল ছোড়েন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা দু-তিনটি ককটেল নিক্ষেপ করেন।

ক্যাম্পাসে এসে সমাবেশ করে ছাত্রলীগ। ছাত্রদলের নেতা আমিনুর রহমানের মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

আমিনুর রহমান অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগ নেতা আসলাম অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রদল কর্মী তহিদুল ইসলামকে মারধর করেন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে ছাত্রলীগ আমাদের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে পুলিশও হামলায় যোগ দেয়। ত্রিমুখী হামলায় আমাদের চারজন নেতা-কর্মী আহত হন।

অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রলীগের নেতা মাশরাফি দাবি করেন, 'ছাত্রলীগের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর ছাত্রদলের ক্যাডাররা হামলা চালায়। পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো ছাত্রলীগের ওপর হামলা করে। এতে আমাদের চারজন আহত হয়েছেন। দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

অধ্যক্ষ দীপকেন্দ্র নাথ দাস বলেন, অর্থনীতি বিভাগের সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে পাল্টাপাল্টি পক্ষ নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।